দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

এবারের কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা বিতর্কিত হয়ে পড়েছে

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ, অবাধ নকল, অব্যবস্থা এবং প্রচুর ভুলত্রুটির কারণে এবারের কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এবারের পরীক্ষার ফলাফলে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হবে না বলেও সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। গত ৭, ৯ ও ১০ মে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র, অংক ও ভূগোল বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১ দিন পূর্বেই পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও পরীক্ষা গ্রহণকে কেউই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে পরীক্ষা স্থগিত করে দেয়ার বহু উদাহরণ রয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আশা হতাশ করেছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ হবে কি-না অথবা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হবে কি-না এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোন অবকাশই তাদের থাকে না। কিন্তু কুমিল্লা বোর্ডে পর পর তিনটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে পত্রিকায় প্রকাশের

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরও একই প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী লাভবান হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে সন্ধানী সুযোগ ছাত্ররা দৌড়-ঝাঁপ করে বা অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু পরীক্ষার্থিনীরা স্বভাবতই এ সুযোগ থেকে বেশী বঞ্চিত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে দৌড়-ঝাঁপ করা সম্ভব না হওয়ায় তারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নকল এবং ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন সংগ্রহের সুযোগ পায়নি, তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির যে রেওয়াজ চালু আছে, তাতে তারা বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করছে। কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষকাল পূর্বে বেসরকারী স্কুল শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের কারণে পরীক্ষা গ্রহণে সরকারকে বিকল্প পন্থা গ্রহণ করতে হয়। বিকল্প পন্থায় এসএসসি পরীক্ষা নিতে গিয়ে স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্তরা প্রাথমিকভাবে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে বলা হয়, পরীক্ষা গ্রহণে পরিদর্শকদের অজ্ঞতা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে বিঘ্নিত করেছে। পরীক্ষা চলাকালে কোন কোন কেন্দ্রে স্বাক্ষর বইয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর না নিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়ার অভিযোগ আছে। পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু সীট প্ল্যানিং না থাকায় একই বেঞ্চে বসে একই স্কুলের একাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার হলে পরিদর্শকরা পরীক্ষার্থীদের জন্যে পরিদর্শকের কাজ না করে ম্যাজিস্ট্রেটের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মোট কথা পরিদর্শকদের অজ্ঞতা, আন্তরিকতার অভাব এবং দায়িত্বহীনতার কারণেই অধিকাংশ কেন্দ্রে অবাধ নকল '৭২ সালের পরীক্ষাকে স্মরণ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরীক্ষার্থী কর্তৃক অবজেকটিভ মেমোরি রিকালেকশন (ওএমআর) সীট পূরণের বিষয়ে ভুলভ্রান্তির বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওএমআর সীট ভুলভাবে পূরণের কারণে কম্পিউটর মূল্যায়ন সম্ভব হবে না বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ বিষয়টির উপরই। অভিযোগে বলা হয়, ভুলভাবে পূরণ করা ওএমআর সীটগুলো খাতাসহ আলাদাভাবে প্যাকেট করার কথা থাকলেও পরিদর্শকরা তা না করে সরাসরি অন্যান্য খাতার সাথে এগুলো বোর্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টঙ্গী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ধরনের ভুলের কারণে খাতার উপরের ওএমআর সীটগুলো ছিড়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে এ ভুল ধরতে পেরে পুনরায় সীটগুলো খাতার সাথে সংযুক্ত করার জন্য বোর্ডে খাতা পাঠাতে দু'দিন দেরী হয়। জানা গেছে, ছিড়ে ফেলা সীটগুলো পুনরায় খাতার সাথে সংযুক্ত করার সময় একজনের খাতার সাথে অন্যের কভার সীট সংযুক্ত হয়ে গেছে। উল্লেখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পরীক্ষার প্রশ্ন পূর্বেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও পরীক্ষা গ্রহণের কারণে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছে। আর এ দুশ্চিন্তার পেছনে যে বিষয়টি ক্রিয়া করছে, তা হলো প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন না হওয়া।